তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত
বিজয় বসু পরিচালিত
ফরিয়াদ
পূর্ণা পিকচার্স নিবেদিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত
বিজয় বসু পরিচালিত
ফরিয়াদ
পর্ণা পিকচার্স নিবেদিত

পর্ণা পিক্‌চার্সের নিবেদন

ফরিয়াদ

পরিচালনা : বিজয় বসু সঙ্গীত পরিচালনা : নচিকেতা ঘোষ

প্রযোজনা : দেবনাথ রায়। মূলকাহিনী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য : সমরেশ বসু, বিজয় বসু। চিত্রগ্রহণ : দিলীপরঞ্জন মুখার্জী। সম্পাদক ও সহযোগী পরিচালক : প্রণব ঘোষ। শিল্প নির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র। গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রণব রায়। নেপথ্য কণ্ঠ : আশা ভোঁসলে, আরতি মুখার্জী। সঙ্গীত গ্রহণ : ডি, ও, বানশালী (ফিল্মসেন্টার, বোম্বে) সত্যেন চ্যাটার্জী (টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও, কলিকাতা)। শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল, অনিল নন্দন, অনিল দাশগুপ্ত, সৌমেন চ্যাটার্জী। বহির্দৃশ্য : প্রবীর মিত্র। শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। সর্বাধ্যক্ষ : প্রণব বসু। কর্মসচিব : সমর ঘোষ। ব্যবস্থাপনা : মহাদেব সেন। নায়িকার রূপসজ্জা : হাসান জামান রূপসজ্জা : প্রমথ চন্দ্র। প্রচার সচিব : ফণীন্দ্র পাল। প্রচার শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি। পরিচয় লিখন : নিতাই বসু। স্থিরচিত্র : এভ্‌না লরেঞ্জ।

সহযোগীবৃন্দ

পরিচালনায় : শংকর রক্ষিত, এন রায়। সঙ্গীতে : অলোক দে, সুমিত মিত্র (বম্বে)। চিত্রগ্রহণে : গৌর কর্মকার, দেবেন দে, নুরআলি, বাউরিবন্ধু জানা। সম্পাদনায় : সুনীল ব্যানার্জী। শিল্প নির্দেশনায় : সুরথ দাশ। শব্দগ্রহণে : জুগারাম, বাবাজী শ্যামলী শব্দপুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলা সরকার। পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, ফণী সরকার, রবীন ব্যানার্জী। রূপ সজ্জায় : পঙ্কু দাশ। সাজসজ্জায় : কেদার শর্মা। ব্যবস্থাপনায় : রতি দাশ, সুবীর ঘোষ। আলোক সম্পাতে : সতীশ হালদার, দুখী রাম নস্কর, ব্রজেন দাশ, কেষ্ট দাশ, অনিল পাল, মঙ্গল সিং, বেণু ধর, জুগল ভকৎ, প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাশ, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্মা, কাশী কাঁহার, রামদাশ কাঁহার, হংসরাজ ভকৎ। মঞ্চ সজ্জায় : পঞ্চু, অক্ষয়, কালাচাঁদ, গোপাল, ননী, মণি, দ্বিজ, কানাই, সন্তোষ, মহম্মদ, সুশীল, জব্বর, হারা, ছেদীলাল, চিরঞ্জীব, রাজারাম, বজ্জু, বেণু, দিবা, সরফৎ, বাবুলাল, সোনা।

নিউ থিয়েটার্স ও টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

ক্যাপিটল নার্সিংহোম, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন, ইকো ভিলা অর্কেষ্ট্রা, সত্যনারায়ন খাঁন, মানিক চন্দ্র, দেবব্রত দাশগুপ্ত, বিদ্যাবীথি, উপেন তরফদার, গিরীন্দ্র সিংহ, দিলীপ কুমার খাঁন, টুরিষ্ট লজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার দার্জিলিং, সেণ্ট পলস্ স্কুল দার্জিলিং, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, বিশু চট্টোপাধ্যায়, নীলোৎপল দে, নারায়ন চন্দ্র রায়, ডাঃ মনীশ চন্দ্র প্রধান, ডাঃ ষষ্ঠী চৌধুরী, দিগ্বিজয় বসু, অমল কুমার বসু। তারাশঙ্করের প্রতিকৃতি : মোনা চৌধুরী।

বিশ্ব পরিবেশনা **চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ (প্রাঃ) লিমিটেড**

ভূমিকায় : সুচিত্রা সেন, চন্দ্রাবতী দেবী, মোম মুখার্জী, উৎপল দত্ত, পার্থ মুখার্জী, বিকাশ রায়, আনন্দ মুখার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জী, সুব্রত সেন, মণি শ্রীমানী, আর্য মুখার্জী, বিনয় লাহিড়ী, সুহাস ধর, নিমাই দত্ত, শ্রীকান্ত দাশগুপ্ত, শ্যামল তালুকদার, অসীম ভট্টাচার্য, দিব্যক চক্রবর্তী, কিশোর ধর, শ্যামল চৌধুরী, প্রদীপ রায়, মাষ্টার সুমনেশ ব্যানার্জী, গোপা চ্যাটার্জী, লাল্টু চ্যাটার্জী, কমল পাত্র, সহদেব ঘোষ, শ্রীপতি বালী, সুশান্ত মজুমদার, হিটু দত্ত, সুভাষ বসু ও আরো অনেকে।

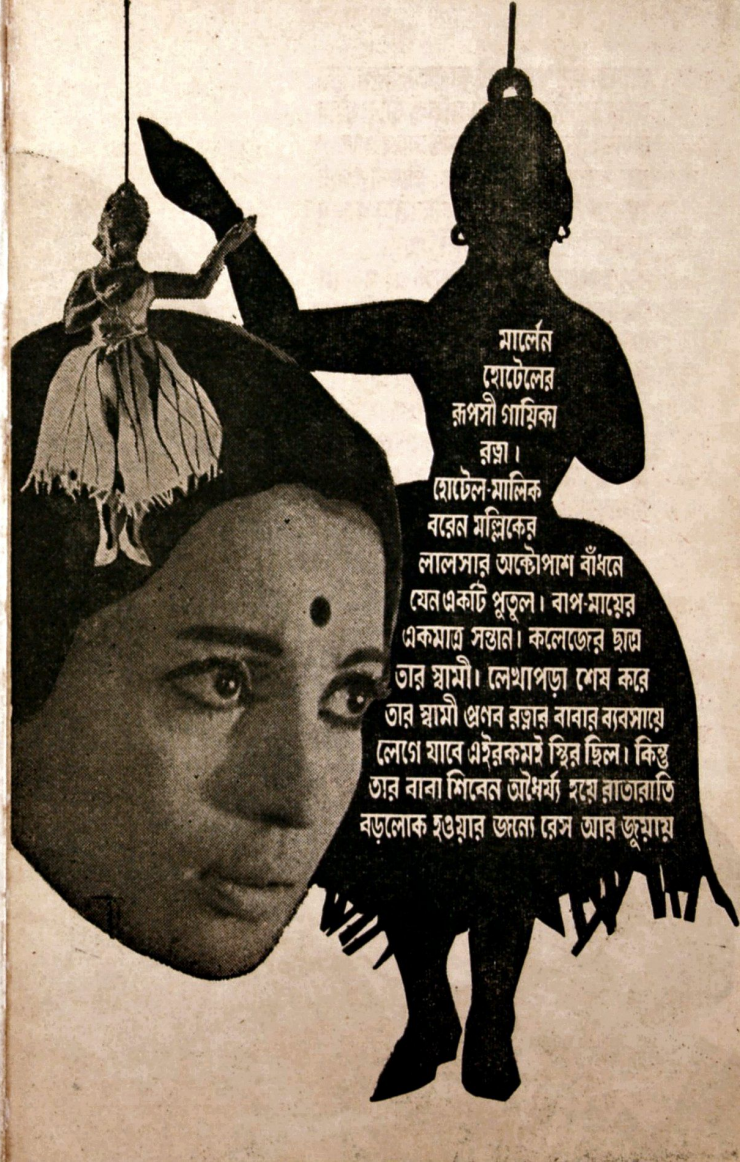

আসক্ত হয়ে পড়ল এই সুযোগে ব্যবসায়ের অপর অংশীদার বরেন মল্লিক তাকে ফাঁদে ফেলল। টাকা তছরূপের অভিযোগে শিবেনকে জেলে পাঠাবার ভয় দেখাল। নিজের রূপসী মেয়েকে বরেন মল্লিকের লালসার ইন্ধনে আহুতি দিয়ে পরিত্রাণ পেল শিবেন।

রত্না আশা করেছিল স্বামী তাকে এই সর্বনাশ থেকে রক্ষা করবে কিন্তু তার জীবনের বড় আঘাত এল মেরুদণ্ডহীন সেই মানুষটার কাছ থেকে। বরেন মল্লিকের কাছে অর্থের বিনিময়ে আত্ম বিক্রয় করে তার জীবন থেকে সরে গেল তার রক্ষক একমাত্র ভরসা স্বামীদেবতা। পিছনে ফেলে রেখে গেল তার স্মৃতি, একটি সন্তান। সেই ছেলের দিকে চাইলে রত্নার মনে জ্বালা ধরে যায়। সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে ছেলেটাকে। একটা অপদার্থ মানুষকে মনে রাখবার দায়িত্ব থেকে সে মুক্তি পেতে চায়।

ঠাকুমার স্নেহে ও প্রশ্রয়ে রত্নার ছেলে প্রশান্ত ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। মায়ের স্নেহ মমতার স্পর্শ সে পায় নি, মাকে সে-ও পছন্দ করে না। বরেন মল্লিকের সঙ্গে জড়িয়ে তার মাকে নিয়ে যে সব ঠাট্টা পরিহাস সে প্রায়ই শোনে তার জন্যে তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সে তার স্কুলের সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে এই নিয়ে মারপিট করে বটে কিন্তু মন তার এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুষড়ে পড়ে।

এমনই এক দুর্বিসহ অবস্থাকে আয়ত্বে আন বার জন্যে রত্না তার ছেলেকে এই গণ্ডীর বাইরে অনেক দূরে এক বোর্ডিং স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে আসে, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে আসে প্রশান্ত। ফিরে এসে 'মস্তান'দের দলের লীডার হয়ে দাঁড়ায়।

হঠাৎ একদিন বাড়ীতে একটি সুটকেশের ওপর নজর পড়ে তার। সুটকেশের মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিষের সন্ধান পায় সে যা তার কাছে খুবই আশ্চর্য্য ঠেকে। একটি ধারালো

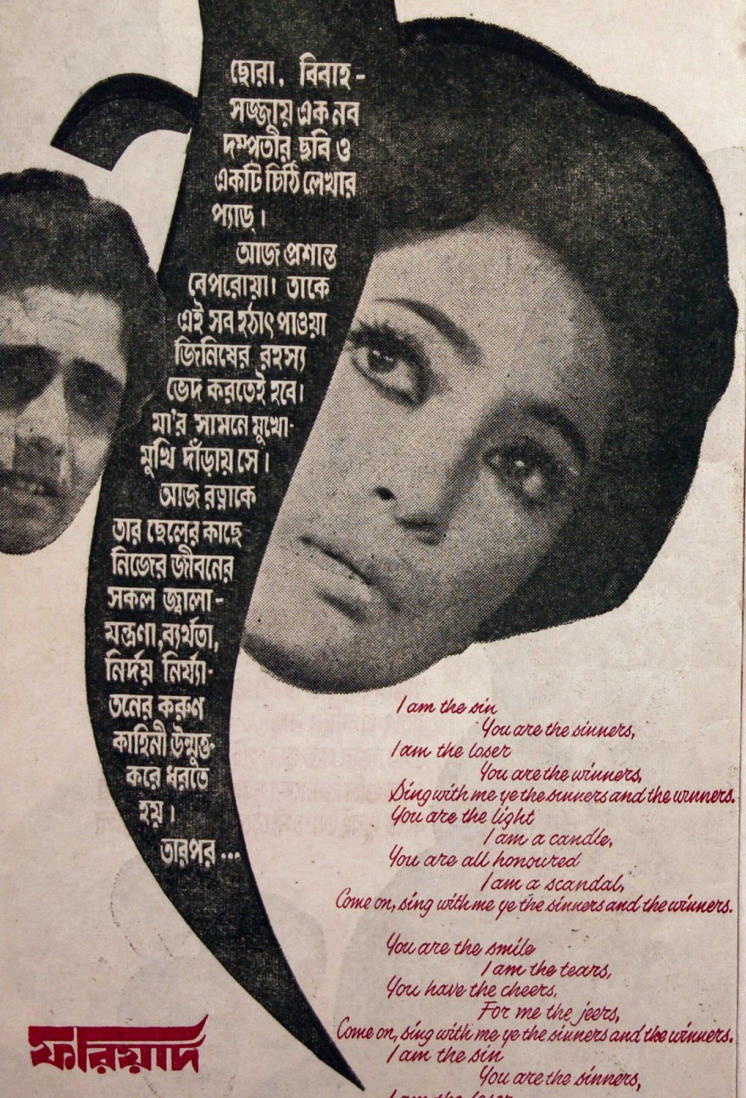

(১)

আজ দুজনে মন্দ হলে মন্দ কি
দেখ ময়ূরকণ্ঠি রাত যে আলোয় ঝিল মিলে
আহা এমন রাতে এসো না আজ ভাব করি ॥
আহা এই ফাগুনের বাহার তো কাল থাকবে না
ও ভ্রমর, তখন তুমি ফুলের খবর রাখবে না
যৌবনেরই রংমশাল জলছে দেখ রং মাতাল
সেই আগুনে আজকে না হয় ঝাঁপ দিলে ॥
যদি তোমার চোখে আমার চোখের রঙ লাগে
আর একটু ছোঁয়ায় রক্তে যদি ঢেউ জাগে
দোহাই বল দোষটা কি মনকে কেন দাও ফাঁকি
ও মৌমাছি, আজকে না হয় একটু তুমি মৌ নিলে
দেখ ময়ূরকণ্ঠি রাত যে আলোয় ঝিলমিলে
আহা এমন রাতে এসো না আজ ভাব করি ॥

(২)

ধারাল ঝকঝক সাপিনী লকলক এই ছুরি !
বিষেতে জর্জর জানেনা ভয় ডর এই ছুরি !
চুপ চুপ থমকায় আঁধারে চমকায় এই ছুরি !
(বিষের ছুরি) এ ছুরি জানে ভানুমতীর খেল ॥
আগুন জলজল মাতাল টলমল
নেশাতে টলমল এই ছুরি।
এ ছুরি জানে ভানুমতীর খেল ॥
আহত বাঘিনীর ধারালো দু'চোখে
বদলা নিতে যে এ ছুরি ঝলকে।
রক্ত মদিরার নেশায় আনচান
খুনের ফোয়ারায় এ ছুরি করে স্নান
(খুনেরা ছুরি) এ ছুরি জানে ভানুমতীর খেল ॥
আঁখিতে চিকচিক ইসারা ঝিকমিক এই ছুরি !
খুশিতে ঝলমল কামনা চঞ্চল এই ছুরি !
বুকের কিনারায় ডাকছে ইশারায়
এই ছুরি ! (মায়াবী ছুরি)
এ ছুরি জানে ভানুমতীর খেল
গোলাপী এই রাতে চাঁদনী ঝিলমিল
বাঁকা এ ছুরিতে জখম করে দিল।
এ ছুরি ঝলসায় রক্ত অধরে
এ ছুরি যাদুকরী মন যে লুট করে।
(লুটেরা ছুরি) এ ছুরি জানে ভানুমতীর খেল ॥

(৩)

নাচ আছে গান আছে রূপের তুফান আছে
যা খুশী কিনতে চাও কেনোনা
চোখের এ জল শুধু তুমি চেয়োনা
একে যায়না কেনা এতো কেউ পাবে না
এ আমারি থাক্ !
অনেক নেশার ঝলক আছে
হরিণ চোখের পলক আছে
এ চোখ কিনতে চাও কেনোনা
চোখের এ জল শুধু তুমি চেয়োনা !
আরো আরো যত পারো
ছুঁড়ে দাও ছুঁড়ে দাও সোনা চাঁদির জুতি
মারোনা আমায় মারোনা
আমি হাসি শুধু হাসি আমার
লাগেনা ব্যথা লাগেনা
এ চোখ কিনতে চাও কেনোনা
চোখের এ জল শুধু তুমি চেয়োনা
আরো আরো যত পারো
কেড়ে নাও কেড়ে নাও আমার সাধের স্বপ্ন
যে টুকু লজ্জা আছে কাড়োনা
আমি হাসি শুধু হাসি আমার
লাগেনা ব্যথা লাগেনা
যা খুশি কিনতে চাও কেনোনা
শুধু চোখের এ জল ওগো তুমি চেয়োনা !!

(৪)

সে আমার বুক ভরানো ছোট্ট একটা চিঠি
অনেক স্বপ্ন দিয়ে গড়া
সবার মাঝে যায়না তাকে পড়া !
সে-যে আমার মুখের হাসি
আমার চোখের জল
ব্যথার আলোয় ফোটা সুখের শতদল
সে আমার সাধের জীবন সাধের মরণ
স্বর্গ বসুন্ধরা !
সে যে হাজার চাঁদের আলো
হাজার অন্ধরাত বিষের কাঁটা বন
আশার পারিজাত
সে আমার গোপন প্রাণের আনন্দ আর
হাহাকারে ভরা !!

চণ্ডীমাতা
ফিল্মসের
পরিবেশনে
আসছে
ঊষা পিকচার্সের
অন্ধ অতীত
রূপায়ণে · উত্তম · সুপ্রিয়া
স্বরূপ · কালী বন্দ্যো ও বুলন হাজরা
পরিচালনা · হীরেন নাগ
সঙ্গীত · শ্যামল মিত্র
সৌমিত্র · অপর্ণা অভিনীত
রাধারাণী পিকচার্সের
জীবন সৈকতে
পরিচালনা · স্বদেশ সরকার
সঙ্গীত · সুধীন দাশগুপ্ত
সরকার ফিল্মসের
উত্তম · অপর্ণা অভিনীত
সোনার খাঁচা
পরিচালনা · অগ্রদূত
সঙ্গীত · সুধীন দাশগুপ্ত
জাহ্নবী চিত্রমের
শঙ্কু মহারাজ রচিত
বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা
রূপায়ণে · শুভেন্দু · নবাগতা মধুছন্দা
পরিচালনা · হীরেন নাগ
সঙ্গীত · পঙ্কজ মল্লিক